— পরিশিষ্ট —

(ক)

(প্রভাতকুমার রচিত 'কাহিনী' কবিতাটি কিছু সংশোধিত রূপ নিয়ে 'হোলি-কাহিনী' নামে 'প্রদীপ' পত্রিকায় পৌষ ১৩০৪ সালে প্রকাশিত হয়। 'গোপন প্রচারের জন্য মুদ্রিত' 'কাহিনী' কবিতাটিতে প্রভাতকুমার লিখিত ভূমিকা এবং মুদ্রাকরের প্রতি মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু উপদেশ আছে। অপ্রকাশিত এই পাণ্ডুলিপিটি, প্রভাতকুমার লিখিত কয়েকটি পত্রের অংশবিশেষ, এবং প্রভাতকুমারকে লিখিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একটি অপ্রকাশিত পত্রের পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র সদনে সংরক্ষিত। পাণ্ডুলিপিগুলির অংশবিশেষের অনুলিপি এখানে দেওয়া হ'ল।)

('কাহিনী' কবিতার প্রচ্ছদপট, ভূমিকা ইত্যাদির অনুলিপি)

(১) প্রথম পৃষ্ঠা

কাহিনী

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

(গোপন প্রচারের জন্য মুদ্রিত)।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা .... ভূমিকা।

এই কয় ছত্র ত কবিতা, তাহার আবার ভূমিকা? কিন্তু ভূমিকার প্রয়োজন আছে। ইহার ছন্দ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পয়ার ত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দের ন্যায় ইহা শুধু পড়িয়া গেলে ঠিক হইবে না। প্রত্যেক শ্লোকের দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ পংক্তির চতুর্থ এবং ষষ্ঠ মাত্রা দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে এ ছন্দকে হত্যা করা হইবে। যুক্তাক্ষরের উপর সম্যক গুরুত্ব না দিলেও চলিবেনা। এই নিয়মগুলি মানিয়া, গানের মত সুর করিয়া পড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাতে যদি ভাল না লাগে, তবে দোষ কবিতারই তাহা স্থির।

ছন্দের ঝঙ্কার গীতিকাব্যের প্রাণস্বরূপ। ছন্দের সন্ধান বুঝিতে না পারিয়া, অনেকে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয় গীতিকবির উৎকৃষ্ট রচনাগুলিকে উপহাস করিয়া থাকে। এই কারণ বশতঃই অনেক সুশিক্ষিত এবং প্রকৃত কাব্যামোদী সহৃদয় ব্যক্তির নিকটও উক্ত কবির চমৎকারিনী প্রতিভার একটি বিস্তৃত অংশ ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে।

তৃতীয় পৃষ্ঠা .... মাননীয়

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্ধুবরেষু।

প্রিয় রবি বাবু,

আমি যে আপনার কবিতার একজন পরম ভক্ত, এই কথা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিবার জন্য আপনাকে এই ক্ষুদ্র কবিতাটি উৎসর্গ করিলাম।

দিলদারনগর। আপনার স্নেহগর্ব্বিত

দোলপূর্ণিমা, ১৩০২। শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

' To the Printer '

১. উৎসর্গপত্রে লাল বর্ডার থাকিবে Ornamental ভিতরের কথাগুলি সাজাইয়া নীল কালিতে ছাপিতে হইবে।

২. মুদ্রিত পুস্তকে প্রতি পৃষ্ঠায় দুইটি করিয়া শ্লোক থাকিবে এবং কপির যে সংখ্যার যে পৃষ্ঠায় যেখানে যাহা আছে মুদ্রিত পুস্তকেও অবিকল তাহা হইবে। তাহা হইলে মুদ্রিত পুস্তকে ভূমিকা লইয়া ১৬ পৃষ্ঠা হইবে। ১৬ পেজি এক ফর্ম্মায় ছাপিতে হইবে।(Title page) এবং উৎসর্গ পত্রের জন্য স্বতন্ত্র সিকিখন্ড কাগজ হইবে)

৩. প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ লাইন লেখা, এবং দুই শ্লোকের মধ্যে ২ লাইনের মত স্থান ফাঁক - এই ১৪ লাইনের স্থান প্রতি পৃষ্ঠায় হয়, এই মত টাইপে ছাপিতে হইবে।

৪. রবীন্দ্রবাবুর পুস্তকাদিতে, যন্ত্র ইত্যাদির নাম অসম্ভব বড় অক্ষরে আধপাতা জুড়িয়া ছাপা হইয়া থাকে। তাহা না হইয়া, পৃষ্ঠার মাঝখানে দুইটি = এইরূপ লাইনের ভিতর ছোট অক্ষরে উহা ২ বা ৩ ছত্রে ছাপা হইলে ভাল হয় – যেমন বিলাতী পুস্তকাদিতে হয়।

চতুর্থ পৃষ্ঠা .....

কাহিনী

ফিরিছে, যুবক মথুরা প্রসাদ

ব্যবসা করিয়া, ... ইত্যাদি।

(রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্রাংশের অনুলিপি)

(২) The 22nd June, 1894

ভাই রবি,

চিনিতে পার ? বেশ করিয়া মনে করিয়া দেখ দেখি - সেই - সেই - সেই - মনে পড়ে না ? বোধহয় অপরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া পত্র খুলিয়াই নাম খুঁজিয়াছ, কিন্তু তাহা ত নদারৎ - হা হা হা। আমার হাসির ধমকে, কি অপ্রস্তুত হইয়া গেলে ভাই ? না, আর তোমাকে কষ্ট দিব না - তোমার মনের বিক্ষুব্ধ সন্দেহ সাগরে আমার আত্মপরিচয় তৈল নিক্ষেপ করি (Vide, তৈলের একটি নবাবিষ্কৃত শক্তি in ভারতী of বৈশাখ, ১৩০১)

আমি কে ? যদি অন্য লোক হইত, তবে এইবার একহাত খুব কবিত্ব করিয়া লইতাম, কিন্তু পীরের কাছে মামদোবাজি খাটিবে না জানিয়া বুদ্ধিমানের মত তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। আমি কে ? আমার নাম ?

নামেতে কি যায় আসে ,

রূপেতে কি যায় আসে ?

তবে নাম অপেক্ষা রূপে একটু বেশী যায় আসে নিশ্চয় , তাই আমার এক ফর্দ Photograph তোমাকে পাঠাইয়াছিলাম । তুমি ইহা উত্তমরূপে বাঁধাইয়া তোমার কবিতা লিখিবার ঘরে (অর্থাৎ যে ঘরে বসিয়া তুমি অনেক কবিতা লিখিয়াছ)) সেই ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিও । আমার এ Photograph টা ভাল ওঠে নাই। আমার একটি বন্ধু, তিনি এই art এ শিক্ষানবীশ তিনিই ইহা তুলিয়াছিলেন । .... আমি তোমার পুস্তকগুলি সব প্রায় পড়িয়াছি । তুমি Rama নামক Stemer এ চড়িয়া Tarighat হইতে পার হইয়া গাজীপুরে গিয়াছিলে, আমিও তাহাতে চড়িয়া গাজীপুরে গিয়াছি । তবে তোমার ~~third~~ 1st. class টিকিট, আমার third class এই যা । তুমি কবি , আমিও কবি, তাহাও ঐ টিকিটের শ্রেণীর হিসাবে । ৪ঠা পৌষ ১২৯১ তুমি একটি কবিতা লিখিয়াছিলে , আমিও একটা লিখিয়াছিলাম তোমার কবিতার একস্থানে আছে :-

চাহি মোর পানে

কেন হাসিতেছ ওগো রহস্য মধুরা ?

আমার সে কবিতায় আছে :-

কেন বল হাসিতেছ তুমি

আমার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ।

আমি ইহা ভোর বেলা লিখিয়াছিলাম । তুমি কখন লিখিয়াছিলে হে ? ....

সেদিন আমি ও আমার একটি বন্ধু (আমার এ বন্ধুটি লেখক মানুষ - তিনি সাময়িক পত্রাদিতে প্রায় লিখিয়া টিকিয়া থাকেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তুমি কখনও না কখনও তাঁহার লেখা পড়িয়াছ) দুইজনে মাঠের ধারে বসিয়া গান করিয়া মানসী পড়িতেছিলাম । অনেকগুলা গাহিলাম , যথা - আশঙ্কা - ভাল করে বলে যাও, বধু, অপেক্ষা , ভৈরবী গান ইত্যাদি । একটা কথা , যখনই অপেক্ষা পড়ি তখনই " মাজিয়া তনু " ৫ ৬ এবংউরসে ~~সচিত্র~~ পরি & C এই দুইটা Stanza ছাড়িয়া দিই । এ দুটা আমার ভাল লাগে না । বিরহিনীর বর্ণনার ভিতর এ দুইটা যেন revolting গোছের মনে হয় । বিরহিনী বেশ ভূষায় উদাসীন, সেই বেশ ভাল , যথা বধুই ideal মনে হয় ।পাশ্চাত্য সমাজে বিরহিনী বল আর যাই বল , বেশভূষার ত্রুটি হইবার যো নাই - এ যেন তাই হইয়াছে ।

....

সাহিত্যে যেন খবরদার আর লিখিও না । তোমার প্রতি সাহিত্যের অসদ্ব্যবহার আমরা অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছি । ....

.... ইত্যাদি ।

(৩) শ্রী

১১ আষাঢ় ১৩০১

৭ টা, ৩৭ মিনিট - প্রভাত

ভাই

কয়েকদিন হইল তোমায় একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম — পাইয়া থাকিবে। সে পত্রে in the heat of the moment ফটোগ্রাফ চাহিয়া এখন আমার নিজের উচ্চ আশার xx কথা ভাবিয়া লজ্জিত হইতেছি। কিন্তু গুহকের উচ্চ আশা রাম পূর্ণ করিয়াছিলেন - সেই একটা ভরসা। সাধনা বাহির হইয়াছে কি না জানি না - তাহা হইলে প্রথম পাতায় সনেট্ খুঁজিব। যদি সনেট থাকে - তবে ঠিকানা পাঠাইয়া দিব - নহিলে এই imprudent intruder এর নাম তোমার পক্ষে চির অন্ধকারে লুকাইত থাকিবে। গত পত্রে যে বন্ধুটির কথা লিখিয়াছিলাম, তিনি এখন সুস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত একটি মানসীর সমালোচনা national magazine for May 1894 প্রকাশিত হইয়াছে। ....

. . . . . আমার এই বন্ধুটির বয়স ২২/২৩ বৎসর - তিনি এইবার মাত্র F.A. পাশ হইয়াছেন। ইংরাজী লেখা তাঁহার এই প্রথম বাহির হইল। . . . . . .

- - - - - - - - - আমার শ্বশুর মহাশয় তোমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ পরিচিত। একদিন মহর্ষির সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এখনও তিনি কলিকাতা যাইলে তাঁহার সহিত সাক্ষৎ করিতে যান। আমার একটি বন্ধু একবার কোনও Station এর platform এ তোমাকে কোনও বন্ধুর সহিত করমর্দন করিতে দেখেন - তুমি নাকি কিঞ্চিৎ নাকী সুরে(Excuse remark) বলিয়াছিলে "কেও রঘু বাবু যে "।

তোমার সহিত পরিচয়ের আমার উচ্চ আশা পূর্ণ না হউক - আমার একটি কবিতা তোমাকে পাঠাইলাম। ইহা আমি এই বৎসর "নববর্ষের প্রভাতে "লিখিয়াছিলাম।

প্রতিকৃতি।

বিশাল এ পৃথিবী অঙ্কিত,
ক্ষুদ্র এর মানচিত্র মাঝে।
ক্ষুদ্র এক দর্পণ ভিতরে ,
গ্রহেশ্বর আদিত্য বিরাজে!
এ বিশ্বের সৌন্দর্য্য অসীম,
ক্ষুদ্র এক বালিকার মুখে।
অনন্ত সে প্রেমিকার প্রেম - অভিজ্ঞান,

ক্ষুদ্র এক বালিকার বুকে !!

তুমি এমন গায়ে পড়া কবি কোথাও দেখিয়াছ কি ? .... ইত্যাদি

(ঐ)

(৪)

এলাহাবাদ

৩১ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬

প্রিয় প্রভাত বাবু

আপনার পোষ্ট কার্ড ও পত্র একত্র পাইলাম ।

নগেন্দ্র বাবুর গল্প না পাইয়া " তামাকের পাইপ " শ্রাবণের প্রদীপেই ছাপিব ।

শ্রীমতি সরলাদেবী যে প্রদীপে একটি লেখা দিতে চাহিয়াছেন , তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরবাধিত রহিলাম , আপনাকে আর কি বলিব ? আপনি প্রদীপকে নিজের কাগজ মনে করেন, প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে আমার কিছু মনে আসিতেছে না, তিনি কিম্বা আপনি স্থির করিবেন।

" সাহিত্য" রবিবাবুকে যখন তখন কোনও উপলক্ষ পাইলেই গালি-দেয় । ~~প্রণয়ের পরিণাম~~ "প্রণয়ের পরিণাম " গল্পটি তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত বলিয়াই বোধ হয় ।তথাপি " একটি কুকুরের প্রতি " কবিতাটি প্রকাশ সম্বন্ধে আমি আপনার ও বৈকুণ্ঠবাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না, সংসারে অনেক গুরুতর বিষয়ে মতভেদ হইয়া থাকে , সুতরাং এ বিষয়ে মতভেদ হইল বলিয়া আশা করি আপনি দু:খিত বা আমার উপর বিরক্ত হইবেন না । আমি কল্য অপরাহ্নে কবিতাটি বাদ দিয়া প্রদীপের শেষ দুই পৃষ্ঠা আবার ছাপিবার জন্য বৈকুণ্ঠ বাবুকে টেলিগ্রাফ করিয়াছি । তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। আমার বিশ্বাস কবিতাটি প্রকাশিত হইলে রবিবাবু ,আপনার এবং প্রদীপের গৌরবের হানি হইবে; অধিকন্তু নিন্দুকদের মুখও বন্ধ হইবে না। আমরা আপনাদের কর্ত্তব্য করিয়া যাই, প্রতিশোধের ভার ভগবানের উপর থাকুক ।

আশা করি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ব্যাপারটি মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিবেন। আমারও মনে কোন প্রকার বিরক্তির উদয় হয় নাই । যাহা করিলাম , কর্ত্তব্য বোধে করিলাম । কেবল রবিবাবুকে আক্রমন করিয়াছে বলিয়া একটা ~~ক্লে~~ ক্লেশ মনের মধ্যে রহিয়া গেল ।

শুভার্থী

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ।

~~প্রিয় রবিবাবু~~ ,

প্রিয় রবিবাবু —

উপরের চিঠিখানি পড়িয়া দেখিবেন। প্রদীপ সম্পাদক হাঁ হাঁ করিয়া মাঝে পড়িয়া কুকুরটাকে নিষ্কৃতিদিলেন, আমি মাটিতে লাঠি আফসাইয়া ক্রোধ-শান্তি ~~রক্ষা~~ করিতেছি। কিন্তু কুকুরটা নিতান্ত নিদ্রিত রহিতে পাইবে না। মারিতে যে গিয়াছিলাম তাহা সেজানিতে পারিবে। রামানন্দবাবুর ইচ্ছামত, শেষপৃষ্ঠা দুইটি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। সনেটটির উপর অন্য একটা শ্লিপ ছাপাইয়া আটিয়া দেওয়া হইয়াছে। আলোতে ধরিলে বেশ পড়া যায়। যাহার জন্য ইহা ~~সেকেন~~ সে সে পড়িবে, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

আচ্ছা বেশ, আপনি মন দিয়া বড় গল্প লিখুন, শ্রাবণের ব্যবস্থাও আমি করিব। কিন্তু বলিয়া রাখিতেছি - আপনি যে গল্প লিখিতেছেন তাহার আদিম পান্ডুলিপিটা আমার। আদিম প্রেসের কাপি নহে।

স্নেহের শ্রী প্রভাত।

আলিপুর।

মেঘদূতের জন্মদিন।

(ঐ)

(৫) আলিপুর।

৫ শ্রাবণ, ১৩০৬

প্রিয় রবিবাবু,

আপনি পরোক্ষে আমার ভারি নিন্দা করিয়াছেন শুনিলাম।

কবে ?

কবে - মনে করিয়াদেখুন। একদিন, সন্ধ্যাবেলা।

কোথায় ?

যোড়া সাঁকো হইতে বালিগঞ্জের পথে, গাড়ীতে।

কাহার কাছে ?

বা: - কিছু যেন জানেন না। কাহার কাছে আবার ? - আপনার ভাগিনেয়ীটির কাছে।

ও হো: - হাঁ - আমার সম্বন্ধে কতকগুলা বলিয়াছিলেন বটে ? - কিন্তু সে আর নিন্দা কি।

নিন্দার কমটা কি ? - আমাকে আপনি বলিয়াছেন genuine পাগল। genuine বটে ত ! ট্রেডমার্কটা বেশ করিয়া মিলাইয়া লইয়াছিলেন ?

শুধু কি genuine পাগল বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন ? আরও কত কি বলিয়াছেন ? - তাহার সব আমার ~~কসে~~ কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

যাহা হউক অন্যায় করিয়াছেন । আমার মাথাটি খাইয়া দিয়াছেন আর কি! নিজের উপর আমার ভক্তি শতগুণ বাড়িয়া গেল ।

বাহিরের যত লোকের সঙ্গে আপনার আলাপ হইয়াছে, সবচেয়ে আমাকে ভাল লাগিয়াছে ? আমি একটা genuine পাগল ? আমার ভিতরে affec--tion এর লেশমাত্র নাই ? আমার কবিতায় যেমন একটা peculiar flavour আছে, মানুষটির ভিতরেও তাই আছে । গোড়া থেকে আমার সব চিঠি গুলি আপনি তুলিয়া রাখিয়াছেন একখানিও ছেঁড়েন নাই ?

আ: - এই কথাগুলি আপনার দুর্মূল্য (Precious) ভাগিনেয়টির কাছ হইতে আদায় করিতে আমার কষ্টটা যা হইয়াছে । যেদিন বৈকালে আপনি তাঁহাকে এই কথাগুলি বলেন, তাহার পরদিনই আমার কাছে রিপোর্ট আসিল '' কাল যোড়াসাঁকো হইতে বাড়ী ফিরিতে রবি মামার মুখে গাড়ীতে সমস্ত পথ আপনার সমালোচনা শুনিয়াছি ।

সমালোচনাটা শুনিবার জন্য আমি যত আকুলি বিকুলি করিতে লাগিলাম, তত্ই তিনি উত্তরোত্তর গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিতে লাগিলেন। আমাকে কৌতূহলের অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, প্রতি পত্রে নব নব ইন্ধন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কত মিনতি করিলাম, হইল না । সমস্ত নথিপত্র আপনার কাছে দাখিল করিয়া আপিল করিবার ভয় দেখাইলাম, তাহাতে ও না । এতদিন পরে আজ সকাল মাত্র তিনি কৌতূহলাগ্নিতে জল ঢালিলেন ।

আপনার গল্পটি শীঘ্র শীঘ্র শেষ করুন মহাশয় । পরিনামটির পরিনামটার জন্য ভারি উৎসুক রহিলাম । বেচারী মহেন্দ্রনাথকে আমি most sincerely pity করিতেছি ।

স্নেহের প্রভাত ।

এই মাত্র June এর windson এ Bret Harte এর একটা গল্প পড়িলাম। Trash ছিবলামি ।

পুস্তকাকারে অথবা কোন গ্রন্থাবলীতে অদ্যাপি অপ্রকাশিত প্রভাতকুমারের কয়েকটি কবিতা।

(১) প্রেম পঞ্জিকা।

(Charles Kent রচিত Love's Calender কবিতার অনুকরণ)

চারিদিকে যবে ফুটিবে কুসুম,
গাছে বিকাশিবে কিশলয়,
বাহিরে মন্দ দখিণা বাতাস
পাখীরা গাহিবে বনময়,
জগৎ জুড়িয়া মধুরতা,
তখন কহিয়ো প্রেম কথা।

বাতাস যখন ঢালিবে ~~xxxx~~ হুতাশ
কুসুম পত্র শুকাইবে,
ধূলা বালুকায় ভরিবে ভুবন,
কোকিল পাপিয়া লুকাইবে,
জগৎ জুড়িয়া আলসতা,
তখন কহিও প্রেম কথা।

গগন যখন তিমির-মগন,
ঘিরিবে ~~সঘন~~ ঘনঘটা,
পড়িবে বৃষ্টি, ধাঁধিয়া সৃষ্টি
ঝলিবে বিজুলী খরছটা,
জগৎ জুড়িয়া ব্যাকুলতা
তখন কহিও প্রেমকথা।

প্রভাতে যখন শুভ্র মেঘেরা
করিবে নিত্য ছুটোছুটি,
হংসী ভাসিবে স্বচ্ছসরসে
কাশের চামর রবে ফুটি,
জগৎ জুড়িয়া উজলতা,
তখন কহিয়ো প্রেম-কথা।

গাঁদা ফুলে যবে ভরিবে বাগান,
রবিকর হবে প্রিয়তর,
উষার সৃষ্টি কুহেলি - আকুল,
হিমে নিশিথিনী জর জর,
জগৎ জুড়িয়া অসাড়তা
তখন কহিয়ো প্রেম-কথা।

প্রেমের নিন্দা কভু করিয়ো না ,
    ঘোর বিদ্রোহ জানিবে তা ,
শীতে বসন্তে সন্ধ্যা প্রভাতে
        সকল সময় প্রেম নেতা ।
প্রেমের সমান কোথাও নাহি
—— আমরা যাহার বিজয় গাহি ।

(প্রকাশ - সাধনা বৈশাখ ১৩০২)

---

(২) ছবি ।

প্রভাত

মন্দ বহিল শীতল পবন ,
        গগনে উদিল রক্ত-থাল ,
কুসুম ফুটিল লক্ষ লক্ষ ,
        সুনীল শুভ্র হলুদ লাল ।
মধু - স্বর কলরবে পক্ষী সমাজ
        গাহিয়া উঠিল জাগি ,
চেতনা আসিল,- লজ্জা মলিন -
        স্বপ্ন চলিল ভাঙ্গি ।

মধ্যাহ্ন

মাথার উপর জ্বলিছে প্রখর
        গলিত লৌহ-রবি ,
শুকায়ে পড়িল পল্লব লতা
        কুসুম ছবি ।
পাখিরা আপন কুলায়ে বসিয়া
        ছাড়িছে আপন কাতর তান ,
বাহিরায় বুঝি মুদিত চক্ষু-
        শাবক প্রাণ ।

সন্ধ্যা

ঐ দেখ দূরে আসিতেছে ছুটিয়া
আঁধার-বন্যা ।
আকাশে হাসিছে আপনার মনে
আকাশ -কন্যা ।
বালক -বালিকা ঘুমায়ে পড়িল
মায়ের কোলে ,
উঠানের পাশে মল্লিকাগুলি
নয়ন খোলে ।

নিশীথ

শান্ত আকাশে চাঁদ ভেসে যায়
পাগল পারা ,
তারা-বুক হতে ঝরিছে ধরায়
কেমন অমৃত-ধারা ।
কান্তা-কান্ত আঙিনে দাঁড়ায়ে
নেহারে শোভা ,
মধুর মিশেছে চন্দ্রিকা আর
দোঁহার বয়ন-প্রভা ।

(প্রকাশ - সাধনা , জ্যৈষ্ঠ ১৩০২)

(৩) এসেছিল গিয়েছে চলিয়া ।

(অনুবাদ)
(As a twig trembles &c – J. R. Lowell.)

অতি ক্ষীণ কচি শাখাটিতে
পাখী বসে, গান গাবে বলে ,
শাখাটি সে কেঁপে ওঠে শুধু ,
পাখী যবে উড়ে যায় চলে ।
সেই স্মরণ আমার
কাঁপে আর উঠে চমকিয়া ,
আমি শুধু এই মাত্র জানি
সে, এসেছিল, গিয়েছে চলিয়া ।

ক্ষণ তরে একবার স্তব্ধ যদি
বায়ুদল শান্ত হয়ে থাকে ,
সুবিশাল নভোনীল ছায়া
সরোবর বুকে ধরে রাখে ,
নিমেষের সুরগের ছায়া
বুকে আমি ছিনাম ধরিয়া ,
আমি শুধু এইমাত্র জানি
সে এসেছিল, গিয়েছে চলিয়া ।

আমাদের বসন্ত সহসা
কোথা হতে আসিয়া যেমন
ভরে' দেয় কুসুমে সৌরভে
শীতমৃত বন উপবন ,
তার সেই বসন্ত প্রনয়ে
সেই মত গেছিনু ভরিয়া ,
আমি শুধু এই মাত্র জানি
সে এসেছিল , গিয়েছে চলিয়া ।

আমার এ কুটীরের দ্বারে
দাঁড়াইয়া ছিল যেন পরী ।
চারি চোখে মিলন হয়েছে
সে কথাও সত্য মনে করি ।
ফিরিতেছে মায়া রূপ তারি
ঐ যেন আঁখিরে ছলিয়া ,
আমি শুধু এই মাত্র জানি
সে এসেছিল, গিয়েছে চলিয়া ।
এ আমার কক্ষ খানি যবে
হয়ে যাবে প্রায় অন্ধকার ,
তৈলহীন জীবন বর্ত্তিকা,
মনে হবে নিবিল এবার ;
তখন এ আঁখি দুটি মম
একবার উঠিবে জ্বলিয়া ,
শেষবার ভাবিব যখন,
আসিয়া সে গিয়াছে চলিয়া ।

(প্রকাশ - সাধনা, আষাঢ় ১৩০২)

(৪) ' আলোক '

এক বৎসরের শিশু , সে কি জানে বল ?
তার কাছে কি বা আলো , কিবা অন্ধকার ?
কিন্তু সে করিয়া উঠে বিষম চিৎকার
যদি দেখে ঘুম ভেঙ্গে চতুর্দ্দিক কালো ।
জ্বলিলে প্রদীপ, তবে দেখি জননীর
স্নেহময় হাসিময় অভয় মূরতি ,
স্তনামৃত পান করি, সে হয় সুস্থির ।
কি কৌশলে গঠিয়াছ , জগতের পতি ,
মানব হৃদয় খানি আলোক আকুল ?
পাপের সমুদ্র গর্ভে হৃদি গুরু ভার ,
যতদূর ডুবে যাক , না হয় নির্ম্মূল
তবু ত বিবেক বুদ্ধি - আলোক বিরহ !
বল কি বুঝিব দেব ইচ্ছা ছাড়া আর ,
আপনি আলোকে তুমি, - অন্ধকার নহ ।

(প্রকাশ - ভারতী, বৈশাখ ১৩০৩)

(৫) ' অনুবাদ মালা '

করযোড়ে করি প্রার্থনা তোরে
(I prithee the send me back my heart &c, Sir John Suckling)

করযোড়ে করি প্রার্থনা তোরে
হৃদয় আমার ফিরিয়াছে ।
আপন হৃদয় নাহি দিবি যদি ,
আমার, লইবি কি হিসাবে ?
থাক, নাহি কায, লবনা ফিরিয়া ,
তাহা ত কেবল বৃথা হবে!
দু নয়নে তোর আছে দুটো চোর ,
কতক্ষণ তারা বসে রবে ?
একটি বক্ষে রবে দুটি হিয়া ,
তবু মিলে নাহি থাকিবে ?
হে প্রেম, কোথায় গুণপনা তব
বিচ্ছেদ যদি রাখিবে ?

প্রেমটা কিন্তু দুর্বোধ এত ,
কিছুই বুঝিতে পারিনে ওর
যবে ভাবি আমি নিশ্চিত অতি ,
অতি সন্দেহ তখনি মোর ।
তবে , বিদায় দুঃখ, বিদায় ভাবনা ,
আর কভু নাহি কাঁদিব ।
আমিও পেয়েছি হৃদয় তাহার
তাই মনে মনে মানিব ।

— x —

(প্রকাশ-ভারতী ফাল্গুন ১৩০৩)

(৬) ' প্রেম ও আশা '

(Moore's 'Love and Hope')

একদা প্রভাতে নিদাঘ সিন্ধু তীরে
আশা আর প্রেম শয়ন করিয়া ছিল ।
দেখিতে দেখিতে উচ্চে উঠিলে রবি,
প্রেম আপনার নৌকা খুলিয়া দিল ।
পড়িয়া রহিল একেলা বালিকা আশা ,
হৃদয়ে ভরিয়া দুর্লভ ভালবাসা ।

বলেছিল প্রেম -"আহা কি সিন্ধু আজি !
সূর্য্য কিরণে জ্বলিছে স্বর্ণপ্রায় ।
যাই একবার , এখনি আসিব ফিরে , "
- বলে' হেসেছিল এমনি মধুর হায় ,
ছলনা কেমন, আশা কি জানিত কভু ?
ভেবেছিল ত্বরা ফিরিবে হৃদয় প্রভু !

সারাদিনমান বসিয়া রহিল আশা ,
হৃদয় সখার বাসনা করিয়া সার ।
বালুকা উপরে লিখিল তাহার নাম,
জলে ধুয়ে যায় , - লিখিল অনেকবার ।
এইরূপে ক্রমে দিবস কাটিয়া যায় ।
সমুদ্র পরে সোনার গহনা গায় ।

দেখা যায় ঐ - আসিছে নৌকা কার ,
ব্যাকুল বালিকা ছুটিল তাহার পানে ,
সে যে মনোহর স্বর্ণ তরণী খানি ,
কে জানে কাহারে বক্ষে বহিয়া আনে ।
লাগিল নৌকা , বিভব আরোহী তায় ,
আশা হৃদয়ের প্রেম ত আসেনি হায় !

দ্বিতীয় নৌকা , - বিমল বন্ধু তার ,
আসিল সেদিকে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালি ।
ছুটিল কোমল শীতল আলোক ছটা ,
সাগর বেলায় পুলক-প্রবাহ ঢালি ।
কিন্তু প্রেমের অতুল আলোক ধরি ,
স্বর্গে মর্ত্যে তেমন কোথায় আর ?

ক্রমে ধীরে ধীরে গভীর অন্ধকার
বাঁধিল শিকলে পৃথিবী, আকাশ , জল
দেখা নাহি গেল তরনী দুটিও আর ,
চূর্ণ হইল আশার সকল বল ।
প্রভাত স্বপ্ন আঁধারে হইল লীন ,
আর না ফিরিল প্রেম সে হৃদয় হীন !

— x —

(৭) ' নাম - লেখা '

(One day I wrote her name &c - Edmand Spenser.)

একদা তাহার সাথে সাগরের তীরে
বসিয়া, লিখিনু আমি নামটি তাহার
বালুকার , ঢেউগুলি আসি ধীরে ধীরে
মুছে দিয়ে গেল তাহা , পুন , আর বার
লিখিলাম পুনর্বার গেল ধৌত হয়ে ।
তখন কহিল প্রিয়া অনুযোগ স্বরে ,
" ও কি তুমি করিতেছ ? জলরাশি লয়ে
রচিবে কি অট্টালিকা ? যাহা ক্ষণ তরে ,
অমর হইবে তাহা বল কার বরে ?"

আমি কহিলাম -" প্রিয়া তোমার আমার
এমন প্রণয় , কভু মরণের করে
নাহি যাবে , তবে আমি গঙ্গা কবিতার
বহাইব , তারি মাঝে করিয়া অমর ,
রাখিব তোমারে , সখি , যুগযুগান্তরে ।

— x — (প্রকাশ-, ভারতী, ফাল্গুন, ১৩০৩)

(৮) ' অতৃপ্তি '

জননী প্রকৃতি , আমি বড় গো তৃষিত ,
কোথা তব রূপ , গান , গন্ধের ভান্ডার ?
সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে পিয়াও অমৃত ,
করে'দাও মনে চির বসন্ত সঞ্চার ।
প্রতিদিন তপনের উদয়াস্ত কালে
মেঘের সর্ব্বাঙ্গ মাখা স্বর্ণ-বর্ণ ছটা ,
নিদাঘ সন্ধ্যার নব জলদের ঘটা ,

বিহঙ্গের কলগীতি পুষ্পিত রসালে ,
রজনীতে চন্দ্রোদয় বারিধি হৃদয় ,
গিরি শিরে ফুট নব মল্লিকা আঘ্রাণ ,
- যা শোভা - ~~xx~~ সৌরভ সুখ তোমার আলয়ে ,
সব দিয়ে ছেয়ে দাও আমার এ প্রাণ ,
আমার প্রতিভা বধূ উন্মাদিনী হয়ে
আসিয়া ~~xxxx~~ করুক মোরে আলিঙ্গন দান ।

— x —

(প্রকাশ - ভারতী, চৈত্র ১৩০৩)

(৯) ব্যাপ্তি ।

যখনি দেখিতে পাই পবিত্র কোমল
প্রণয়ের চিত্র কোনও কবি বর্ণনায়
ফুটিয়া উঠিছে ধীরে, অমনি আমার
চিত্তে উছলিয়া উঠে আগ্রহ প্রবল ।
মনে হয় নায়ক যে , সে আমি আপনি ,
আমারি সে প্রিয়তমা আপনি নায়িকা ;

- গ্রামে বুঝি আমাদেরি, শত বিভীষিকা ;
হাসে বুঝি, আমাদেরি মিলনরজনী ।
তা হলে ত একমাত্র আমরা দুজনে
মানবের কাব্যরাজ্যে রয়েছি ভরিয়া ,
বাল্মীকির দিন হতে প্রচার করিয়া
মহাশুভ প্রেমনীতি অশেষ যতনে!
উন্মাদিয়া লক্ষকোটি কবির হৃদয়
করিয়াছি লক্ষকোটি প্রেম অভিনয় ।

(প্রকাশ - ভারতী, বৈশাখ, ১৩০৪)

(১০) মঙ্গল-গ্রহ ।

সন্ধ্যাগগনে মঙ্গল গ্রহ
জ্বলিছে দেখিতে পাই।
জানি না সেখানে মানুষ-আবাস
আছে কি নাই ।
জানিনা সেখানে বহে কি পবন ,
ফোটে কি ফুল ,
হাসে কি চন্দ্র, বিহগ করে কি
নিশীথে দিবস ভুল ।
সেথায় প্রকৃতি, স্বাদে রূপে গুণে
যদি গো এমনি হয় ,
অথচ মানুষ একটি কোথাও
নাহিক রয় ,
তা'হলে বিধাতা , করিএ ভিক্ষা
যুড়িয়া কর ,
জন্ম-তরে আমরা দুজনে
সেখানে বাধিব ঘর ।

বিশাল জগৎ বিপুল পৃথিবী প্রকৃতি ,
বিরাট আকাশ , জল ।
শীতল পবন , সুতানবর্ষী
বিহগদল ।
বিবিধ বর্ণ বিচিত্র বাস
কুসুম কোটি ।

কেহ নাই সারা জগৎ ভিতরে ,
কেবল আমরা দুটি !
প্রকৃতি যেখানে বিছায়ে রেখেছে
মোহন মাধুরী জাল ,
প্রবল যেখানে বসন্ত আর
বর্ষাকাল ,
ফলের ফুলের তরু অসংখ্য ,
গিরির গায় ,
নিকটে ক্ষুদ্র স্বচ্ছ তটিনী
সতেজ বহিয়া যায় ।
এমন একটি নিভৃত আলয়
যতনে অন্বেষিয়া ,
লতা পাতা ফুলে রচিব কুটীর
দোঁহে মিলিয়া ।
আদিম মানব আদিম মানবী
মোরা দুজনে ,
যুগ যুগ ধরি করিব বসতি
সে নব ইডেন - বনে !

— x — (প্রকাশ - ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪)

(১১) কাব্য - বিজ্ঞান ।

(ক) চন্দ্রের ইতিবৃত্ত।

নূতন নূতন যবে
বিশ্বরাজ্য সৃষ্টি সৃষ্ট হয়েছিল ,
একদিন সে রাজ্যের মন্ত্রীবর আসি ,
বিশ্বের রাজারে নিবেদিল :-
" রজনীতে চন্দ্র কেন ওঠে ?
দিবসের পরিশ্রম যথেষ্ট নহে কি ?
রজনী ত বিশ্রাম কারণ ।
" আলোকেরই প্রয়োজন যদি ,
এরণ্ড সর্ষপ আদি জন্মিবে প্রচুর ।
মানব, উদ্যমশীল , পারিবে না তারা
এ ক্ষুদ্র অভাব টুকু করিবারে দূর ?
" রাজনীতি - বিশারদ মহারাজা তুমি ,

কেন তব অপব্যয় এত ?
আমি বলি পরামর্শ , অনর্থক উহা ,
চন্দ্রটারে কর পদচ্যুত ।"

মন্ত্রীর শুনিয়া কথা ,
ভগবান চন্দ্রমারে দিলেন বিদায় ।
নিশি নিশি অমাবস্যা কতযুগ ধরি
রহিল ধরায় ।
কিছুই আপত্তি কেহ কভু না করিল ,
অবশেষে প্রণয়ী দম্পতি ,
একদিন হাসি হাসি আসি ,
বিভুপদে করিল প্রনতি ।
ভগবানে বলিয়া কহিয়া ,
অনেক করিয়া অনুনয় ,
অভিমত করিল তাহার ,
আকাশেতে আবার হইল চন্দ্রোদয় ।

চন্দ্র ত গিয়াইছিল ,
প্রণয়ীর উদ্যোগেতে হইল আবার ।
সে অবধি প্রণয়ীরই সম্পত্তি ওখানা ,
চন্দ্রটাতে তাহাদেরি পূর্ণ অধিকার ।

(১৪) (খ) ~~XXXXX~~ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ।

পদার্থ বিজ্ঞানে এত উন্নতি হইল ;—
তাড়িত ছুটিয়া
ধরা প্রদক্ষিণ- করি একাদশ বার
নিমেষেই আসিছে ফিরিয়া ;
প্রণয় বিজ্ঞানে তবে কেন না হইবে ?
- আমরা করেছি আবিস্কার ;
চুম্বনের বিনিময় বিরহী প্রণয়ী
স্বচ্ছন্দে করিবে-এইবার !
পূর্ণিমার মধ্যরাত্রে ছাদের উপরে উঠি ,
প্রণয়ী বা প্রণয়িনী আছেন যেখানে ,
মানচিত্রে সেই গ্রাম , নগর অথবা পল্লী

যে দিকে অঙ্কিত, মুখ ফিরে তার পানে;
তিনবার প্রিয় নাম মৃদু উচ্চারণ করি
একটি চুম্বন দিবে বাতাসে ছাড়িয়া ।
তিনবার সেই নাম আবার করিবা মাত্র ,
শতটি প্রতিচুম্বন পাবে ফিরাইয়া ।
ধাতু যথা তাড়িতের সু-পরিচালক,
সেইরূপ, (আমরা করেছি আবিষ্কার)
প্রণয়ীর চুম্বনের পূর্ণিমা কিরণ ।
প্রার্থনীয় পরীক্ষা সবার ।

(প্রকাশ - ভারতী , শ্রাবণ ১৩০৪)

(১২) সে আমার ।

শুধু রজনীর নহে সে আমার ,
সে আমার সারা দিবসের ।
শুধু বসন্তের নহে সে আমার ,
সে আমার সারা বরষের ।
কেবল সুখের সে নহে আমার,
সুখের দুঃখের সমানে ।
কেবল নহে সে কণ্ঠের সঙ্গীত ,
সে - ই অশ্রুধারা নয়ানে ।
শুধু যৌবনের নহে সে আমার ,
সে আমার সারা জনমের ।
শুধু এ জন্মের নহে সে আমার ,
সে আমার চিরজীবনের ।
এমন পৃথিবী এ সৌরজগতে
রহিয়াছে আরও কতখান ,
সে সকল যদি হয় চেতনার
এক - উন্নতির বাসস্থান ,
যদি, এ সৌরজগতে পৃথিবীর চেয়ে
সমুন্নত গ্রহ রহে গো ,
তবে, সে সব গ্রহেরও হবে সে আমার ,
শুধু পৃথিবীর নহে গো ।
এ সৌরজগৎ তুচ্ছ অতিশয়

সারা ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় -
কত কোটি কোটি এমন প্রকার
যাহার শরীরে শোভা পায় ।
আর, জীবলোক যদি এ সৌরজগতে
বিশেষত: নাহি বদ্ধ রয় ,
তবে, সৌরজগতেরো নহে সে ব্রহ্ম কেবল ,
সে আমার সারা বিশ্বময় !!

সে আনন্দ প্রাণে উঠিছে উছলি
প্রকাশিব তাহা কেমনে ?
ক্ষমতা আমার বালুকণা শুধু
ভবে - হিমালয় তুলনে ।
অসীম বিশ্বের বিধাতারে যদি
অসিত প্রস্তরে গড়ায়ে ,
রেখেছে মানুষ বারাণসীধামে
সঙ্কীর্ণ মন্দিরে বসায়ে ,
তবে , আমারো এ ভাব, কি করিব বল ,
ছন্দ প্রতিমায় গড়িব ।
তাহা, জগৎ হইতে গোপনে রাখিয়া
আমিই কেবল হেরিব !
প্রতিমা হইতে সে ভাবস্বরূপ
শুধু অনুমিত হবে না ।
- বিশ্বনাথে লোকে প্রস্তর ভাবিবে ,
তা কভু আমার সবে না ।

(প্রকাশ - ভারতী, ভাদ্র, ১৩০৪)

(১৩) সেকালের প্রতি ।

প্রণাম ।

শুনিয়া তব মহত্বের কথা
আসিয়াছি দূর হতে দরশন আশে
অবাক দাঁড়ায়ে আছি মন্দিরের পাশে ,
হেরিতেছি স্বর্ণময় চূড়ার উচ্চতা ।

কি মুক্তামাণিকে তনু খচিত হে তব !
কি সুগন্ধ ঢালিতেছে নিশ্বাস - বাতাস !
ছুটিছে মহিমা জ্যোতি ব্যাপিয়া আকাশ ,
উত্তর দক্ষিণ আর পশ্চিম পূরব !
কিন্তু হে পূজিত, ওহে বিরাট , মহান ,
প্রতিমূর্তিখানি তব যেমন সুন্দর ,
ছিল হেন তুষ্টি সুখে চিরদীপ্যমান
সত্য কি জীবিতকালে তব কলেবর ?
- অথবা জর্জর ছিলে ক্ষুধায় তৃষায় ,
অভিশপ্ত "আজ-কাল " ইহারি দশায় ?

(প্রকাশ - ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫)

(১৪)

চন্দ্রের আক্ষেপ ।

চন্দ্র বলে ফেলিয়া নিশ্বাস -
এ জীবন বৃথা গেল মম ।
কভু নাহি পাইলাম তারে ,
সে আমার প্রাণ , প্রিয়তম !
সৃজনের নূতন প্রদোষে
প্রথম সে উঠিয়া গগনে
দেখিলাম অস্তাচল চূড়ে
শ্রান্ত রবি বিরাম শয়নে ।
আমার সে নবীন -হৃদয়ে
উথলিল প্রেম -স্রোতস্বিনী ,
আমি সেই রুদ্ধ বেগবশে
ছুটিলাম দিবস যামিনী ।
সে অবধি ছুটিতেছি আমি ,
ছুটিতেছি তাহার পশ্চাতে ,
ছুটিতেছি যুগযুগান্তর ,
বৃষ্টি, ঝড় , বজ্র লয়ে মাথে।
তবু নাহি পাইলাম তারে ,
এমনি গো অদৃষ্ট আমার !
হায় হায়, এ দুঃখ কাহিনী

নহে ওগো নহে বলিবার ।

না - ই যেন পাইলাম তারে ,
পাই যদি হৃদয় ভরিয়া
জ্যোতি তার - সুচির পূর্ণিমা
হয়ে থাকি নভ উজলিয়া ,
তা হলেও ধন্য হয়ে যাই ,
- একদিন মাত্র তাহে মাসে !
কি হইবে একবিন্দু বারি
অনন্তের এ মহা তিয়াষে?
হায় এত উচ্চপদে কেন ,
হে বিধাতা, স্থাপিলে আমারে ?
তাই ত এ অনল জ্বলিছে
চিরদিন মোরে দহিবারে ।
আহা যদি হইতাম আমি
পৃথিবীর ক্ষুদ্র তৃণগাছি ,
যদিও না পাইতাম তারে
হৃদয়ের অতি কাছাকাছি,
সারাদিবা অবিচ্ছিন্ন সুখে
হাসিতাম কিরণে তাহার ।
জীবনের অর্ধভাগ তবু
আলোকিত রহিত আমার !

(প্রকাশ - ভারতী, মাঘ ১৩০৫)

(১৫) ছবি-জন্ম ।

বলে দিয়েছিলে তুমি " কিনিয়া আনিও কিছু
গৃহ সাজাবার "
আজিকে বিপণি হতে আনিয়াছি দেখ সখি
ছবি চমৎকার ।
কোন্ বহু দূরদেশে মধুর প্রভাতকাল
উদিত গগনে ।
হাসি তার মধুময় ছড়াইয়া পড়িতেছে
স্থলে জলে বনে ।

নীল জলরাশি এই হইবে তড়াগ , কিম্বা
বিমল সরসী ।
দুইটি যুবতী, আর একটি যুবক আছে
তরণীতে বসি ।
যুবতী দুইটি, এরা হবে বুঝি দুটি বোন ,
সম রূপবতী ।
ছোট বোন দেখিতেছি যুবকে প্রণয়িণী ,
সুচতুরা অতি ।
দুইহাতে লয়ে দাঁড় যুবা চলে তরী বাহি ,
ছিটি উঠে জল ।
তরণীর কাছে কাছে ফুটিয়াছে কত ফুল ,
শোভা ঢল ঢল্ ।
দেহখানি নত করি , তরণীর ধারটিতে
ভার রাখি বুকে ,
বড় বোন্ তুলে ফুল, এই অবসরে যুবা
চুমে প্রিয়া মুখে ।
কোথা ছিল লুকাইয়া সুনিপুণ চিত্রকর ,
দেখিল সকল ,
চিরতরে রেখে দিল নিমেষের ঘটনার
ছবি অবিকল ।

শুন সখি আজি এই ছবিখানি গৃহে আনি ,
সাধ যায় মনে ,
তোমারে চুমিতে গিয়ে ছবি যদি হয়ে যাই
আমরা দুজনে !
তাহলেও ত চিরদিন অধরে অধর মিলি
এই মত র'বে ,
মুহূর্তের মুখসুধা পান করি, অনন্ত অনন্তেও
শেষ নাহি হবে ।
মানব - হৃদয় জনমে যাহা কভু হইবার নয়,
অসম্ভব অতি ,
ছবি জনমেতে যদি তাহা হয়, আহা সেই
- সেই - পরাগতি ।

(প্রকাশ- ভারতী, মাঘ ১৩০৫)

(১৬) ' একটি জ্যোতিষিক প্রশ্ন '

জগতের বিজ্ঞতম জ্যোতির্বিদগণ ,
তোমাদের প্রতি
সবিনয় প্রশ্ন এই করিতেছি আমি :-
(চিত্তে মম কৌতূহল অতি)
আকাশের গ্রহ তারা নিয়ত চঞ্চল
করিতেছে ভ্রমণ ,
তাহারা কি ভবিষ্যতে পরস্পরে কভু
হেন স্থান করিবে গ্রহণ ,
যাহাতে দেখাবে যেন রজনী সুন্দরী
স্বর্ণরেখা দিয়া
আমার প্রিয়তমার সমুজ্জ্বল নাম
রেখেছেন আকাশে লিখিয়া ?

(প্রকাশ- ভারতী, বৈশাখ, ১৩০৬)

(১৭) বর্ণমালা

আমাদের বঙ্গভাষা বর্ণমালা যদি
বাঁচিতে পারিত আহা জীবদেহ ধরি ,
আমি তবে, যে কটায়
তার নাম লেখা যায় ,
আপনার রক্ত দিয়া ,
অস্থি দিয়া, মাংস দিয়া ,
সেই কটী লইতাম সঞ্জীবিত করি ।

তাহারা হইত মম সখা প্রিয়তম ,
রাখিতাম তাঁহাদের নিজ প্রাণ সম।

(প্রকাশ - ভারতী, আষাঢ় ১৩০৬)

(১৮) ' জন্মান্তরে '

আবার দুজনে মানব জনমে
কবে রে মিলন হবে?
কহ রবি শশি, কহ মা ধরণি,
সে দিন আসিবে কবে ।
সে ক্ষণে আমার নয়ন যুগল,
প্রথম হেরিবে তায় ,
সে ক্ষণে কি রবি রহিবে তুমি হে
উজলি আকাশ কায় ?
অথবা শশি হে ঢালিবে তখন
প্রাণের অমিয়া ধারা ?
কোকিল দম্পতি সোহাগ উচ্ছ্বাসে
গান গেয়ে হবে সারা ?
তুমি সে সময় ওগো মা ধরণি ,
কি শোভা রহিবে ধরি ?
নয়ন মোহন তনুখানি তব
কি বেশ রহিবে পরি ?

রহিবে কি পরি বসন্ত বসন
কোটি কোটি ফুল আঁকা ?
অথবা নবীন জলদ মাথায়
বদন রহিবে ঢাকা ?
অথবা প্রখর তপন তাপেতে
শুকাবে তোমার হাসি ?
অথবা প্রবীনা সাজাবে তোমারে
শীতের জড়তা আসি ,
স্বপন সুন্দরী একটি মিনতি
রাখ যদি করি স্নেহ ,
সে দিনের সেই অবিকল ছবি
নয়নে আনিয়া দেহ ।
আমি আসিবার কতদিন পরে
আসিবে আমার প্রিয়া ?
প্রিয়া আসিবার কতদিন পরে
তাহারে দেখিব গিয়া ?

আমার প্রাণের একান্ত প্রার্থনা
বিভু হে তোমার পায় ,
আমার প্রিয়ার জনম কালেতে
যেন আমি দেখি তায় ।
প্রেমের অতুল কবি চণ্ডীদাস
তাঁহারি রাধার মত *
জনমিয়া প্রিয়া খুলিবেন আঁখি
হবে কোলাহল কত ।
সূতিকা মন্দিরে করি অতি খেদ
কহিবে সকলে মিলে -
" হে বিধি তোমার এ কি অবিচার
জন্মান্ধ বালিকা দিলে , "
জননী আমার প্রতিবেশিনীর
শোকে শোকাতুরা অতি ,
মোরে কোলে লয়ে তাদের আলয়ে
যাবেন ত্বরিত গতি ।
নব প্রসূতিরে করে ধরি তুলি
করেন সান্ত্বনা বাণী ,
এই অবসরে আমি পরশিব
প্রিয়তমা তনুখানি ।
কত জনমের সুখস্মৃতি তার
উথলি উঠিবে বুকে
হাসিয়া কান্দিয়া আঁখি প্রকাশিয়া
চাবে সে আমার মুখে ।

—— × ——

(প্রকাশ - ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৬)

* শুনলো মরম সই
যখন আমার জনম হইল,
নয়ন মুদিয়া রই। ইত্যাদি ।
চণ্ডীদাস ।

(১১)

আদর

আজি মনে বড় হয়েছে সাধ
আদর করিব তায় ,
আছে কি রত্ন - ভাণ্ডারে তোর
আয় ভাষা নিয়ে আয় ।

"সোনা ?" - সোনা আমি বলিব তাহারে
কেমন করিয়া গো।
দিতে পারি তাহা যত আছে ধন
পথিকে ধরিয়া গো ।
" মাণিক" বলিব? মাণিক পাইলে
আমার তাহে কি কায ?
তুচ্ছ বলিয়া ফেলে দিতে পারি
বঙ্গসাগর মাঝ ।
হীরা , মণি , সোনা - এসব বলিয়া
আদর সাজে গো তার ,
জগৎ মাঝারে হীরা মণি সোনা
জীবন মরণ যার ।
তবে কি বলিব ? পদ্ম ? গোলাপ ?
ক্ষুদ্র তাদের প্রাণ
মহতে ক্ষুদ্রে তুলনা করিলে
মহতেরি অপমান ।
সুবিপুল ঐ সাগরের চেয়ে
গভীর হৃদয় যার
জ্যোৎস্নার চেয়ে স্নিগ্ধ কোমল
মধুর স্বভাব যার ,
জড় প্রকৃতির কি নাম লইয়া
তাহারে ডাকিব গো ?
স্বাদ বাড়াইতে সুধার পাত্রে
কি বল ঢালিব গো ?
পুষ্পবিহীন পরিমল মত
ভাবেতে আকুল প্রাণ,
ধরিতে পাইনা ছুইতে পারি না ,
কেমনে করিব দান ! (প্রকাশ - ভারতী মাঘ ১৩০৬)

(২০) মাঙ্গলিক ।

আজি যেন মম শিরায় শিরায়
নব বৈদ্যুতি জ্বলে,
নবীন আশার অরুণ কিরণ
মানস-নয়নে ঝলে ।
যেন কোথাকার সুর-সঙ্গীতে
আজি মাতোয়ারা প্রাণ,
কি করিব কায ? বিশ্ববাসী
কি আজ করিব দান ?

আমার জীবনে কোন্ শুভদিন
উদিত হইল আজি ?
কাহার পূজার আয়োজন-ফুলে
ভরিতে হইবে সাজি ?

ভকত - হৃদয় - কমলবাসিনি
এস মা এস মা বাণি ,
সারাবৎসর সেবিব আবার
তোমারি চরণ রাণী ।

--- x --- (প্রকাশ - ভারতী , জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭)

(২১) মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রতি ।

শুনিলে তোমার ধ্বনি মধুর গম্ভীর
মনে হয় নবনীল জলদ ঘটায়
আকাশ গিয়াছে ভরি, বিদ্যুৎ ছটায়
সন্ত্রাসিত প্রাণ যেন-। উন্মত্ত অধীর
সুশীতল বায়ু বহে। বরনীপ মূলে
আরম্ভ হইল নৃত্য ভুবন শিখীর।
পুরকন্যাগণ পথে ছুটে এলোচুলে
লক্ষ্যি গৃহ ,-ভিজে বাস জলে কলসীর ।
নিকটে আসিয়া যেন কহে মোর প্রিয়া ,
" ওগো দেখ, দেখওগো, একি মেঘ করা ।"
- দুজনে দাঁড়ায়ে আছি, আকুলতা ভরা
চারি চক্ষু মেঘমাঝে নিমীলিয়া দিয়া ।

ঝম ঝম শব্দে যেই আরম্ভিবে জল
আমি তার মুখে দিব চুম্বন শীতল ।

——— (প্রকাশ - ভারতী , জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭)

(২২)

কেন অভিমান

বন তুলসীর সেই ক্ষুদ্র সাদা ফুলগুলি
বড় তারা অভিমানী গো !
আজি প্রাতে সেই ফুল একটি তুলিয়াছিনু ,
তা দেখিয়া চারি পাঁচটিতে
মুখখানি নত করি মঞ্জরীর কোল হতে
ঝরি ঝরি পড়িল ভূমিতে ।

একটি গোলাপ গাছ তিনটি গোলাপ লয়ে
তাহাদের কাছে দাঁড়াইয়া ,
অদূরে পথের ধারে মল্লিকার দুটি গাছ
গুটি নয় মল্লিকা লইয়া ,
কনক চম্পক ছিল বাঁকা শাখা আলো করি ,
আমি যে গো তাহাদের ভুলি ,
ধূলি মাখা পাতা মাঝে বন তুলসীর ফুল
একটিরে লইলাম তুলি,
তাহাতে কি হলনাক বাকী সকলের করা
আশাতীত যথেষ্ট সম্মান ?
ঐ রূপে ঐ গন্ধে কি অধিক চায় তারা ?
জানি নাক কেন অভিমান !

——x —— (প্রকাশ - ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭)

(২৩)

কবির অভিব্যক্তি-বাদ ।

জগতের হাস্যোচ্ছ্বাস
বাতাসে ডুবিয়া যায়,
নীল আকাশের তলে
অবশেষে স্থান পায় ।

প্রদীপ্ত তারকা হয়ে
জ্বলে তারা নিশাভাগে,
আঁধার ধরার পানে
চাহি থাকে অনুরাগে ।

কভু বা বিচ্যুত হয়ে
সুদূর গগন হতে,
ধরায় নামিয়া তারা
পুষ্পরূপে শতে শতে ,
বাগানে ফুটিয়া থাকে ,
সলিলে, গহন বনে ,
প্রবাস কাহিনী কহে
প্রাতে শিলীমুখ সনে ।
অভিলাষ হলে তারা
পরিত্যাজি ফুলরূপ
অলক্ষ্যে মিশিয়া থাকে
বীনা তন্ত্রে চুপে চুপ ,
বরষার ধারা সম প্রায়
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তার,
অশরীরী পুষ্পতান
ঝরে যায় চারিধার ।

তখন কোথায় যায়
সে মধুর বীনা রব ?
কোথায় রচনা করে
কি সৌন্দর্য্য অভিনব ?
প্রেয়সীর সুকণ্ঠে তারা
তখন আশ্রয় বাঁধে,
পেলব অধর পথে
বহিরায় মনসাধে ।
সুকণ্ঠ নিসৃত এই
মদির অমৃত ধারা ,
কোকিল পাপিয়া থাকে ,
পান করি লয় তারা ।

তাদের সঙ্গীত শুনে
পূর্ণিমার চন্দ্র হাসে,
গাছে নব কিশলয়
ধরায় বসন্ত আসে ।

পবিত্রতা সরলতা
কৌমুদী, বসন্ত শোভা ,
প্রেমোচ্ছ্বাস , বীনাধ্বনি ,
ফুলহাসি মনলোভা ,
তিল তিল সৌন্দর্য্যের
আকুল আহ্বান জানি ,
স্বর্গ হতে মর্ত্যধামে
নামেন কবিতারানী ।

(শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ।)
(প্রকাশ - ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৭)

(২৪) কবির চান্দ্র বিজ্ঞান

(তুলসীদাসের রামায়ন, লঙ্কাকান্ড হইতে অনুদিত ।)

দোহা ।

চাহি পূর্ব্বদিশি পানে দেখিলেন প্রভু
সুবিমল সুধাংশু উদয় ।
কহিলেন দেখ সবে, দেখ শশধর ,
সিংহসম নির্ভয় হৃদয় ।

ছন্দ ।

পূর্ব্বদিকে আছে গিরি - গুহামাঝে তারি
শশি কেশরীর বাস, তেজোবলধারী ।
গগন কানন মাঝে তাঁহার ভ্রমন ,
তমোরূপ মত্তগজে করেন হনন ।
বিস্তৃত গগন তলে তারামুক্তাহার ,
নিশি সুন্দরীরে যেন যতন শিঙ্গার ।
চন্দ্রমা মাঝেও কি চিহ্ন পাই দেখিবারে ?
xx কহ সবে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে ।

কহিলা সুগ্রীব - শুন রঘুকুলরাজ,
বসুধার ছায়া ওটা পড়ে চন্দ্র মাঝে।
কেহ বলে নিত্য নিত্য রাহু দেয় ঠুকে,
সেই জন্য পড়িয়াছে কালশিরা বুকে।
কেহ কেহ রতিমুখ করিতে রচন,
চন্দ্রমার ভাগ বিধি করিলা হরণ,
ইন্দু উরমাঝে সেই ছিদ্রপথে তাই
আকাশের কালো কায়া দেখিবারে পাই।
রামচন্দ্র কহিলেন -প্রিয় সহোদর
প্রিয় গরলেরে শশী রাখি হৃদিপর
বিষযুক্ত করজাল বর্ষণ করিয়া,
দহিছেন বিরহিত নরনারী হিয়া।

দোহা।

হনুমান কহিলেন - শুন শুন প্রভু,
শশধর তব প্রিয় দাস -
তোমারী মূরতি তার হৃদয়ে অঙ্কিত,
তাই দেখি শ্যামতা আভাস।

শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

(প্রকাশ - ভারতী, ভাদ্র ১৩০৭)

—×—

কাহিনী

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(গোপনপ্রচারের জন্য মুদ্রিত)

শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বন্ধুবরেষু।

প্রিয় রবি বাবু,

আমি যে আপনার কবিতার একজন পরম ভক্ত, এই কথা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিবার জন্য আপনাকে এই ক্ষুদ্র কবিতাটি উৎসর্গ করিলাম।

আপনার স্নেহগর্ব্বিত
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দিলদারনগর।
দোলপূর্ণিমা, ১৩০২

'গোপন প্রচারের জন্য মুদ্রিত' 'কাহিনী' কবিতাটির প্রচ্ছদচিত্র ও রবীন্দ্রনাথকে লিখিত উৎসর্গপত্রের প্রতিচ্ছবি। [মূল বিশ্বভারতী- বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত। বিশ্বভারতী- বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

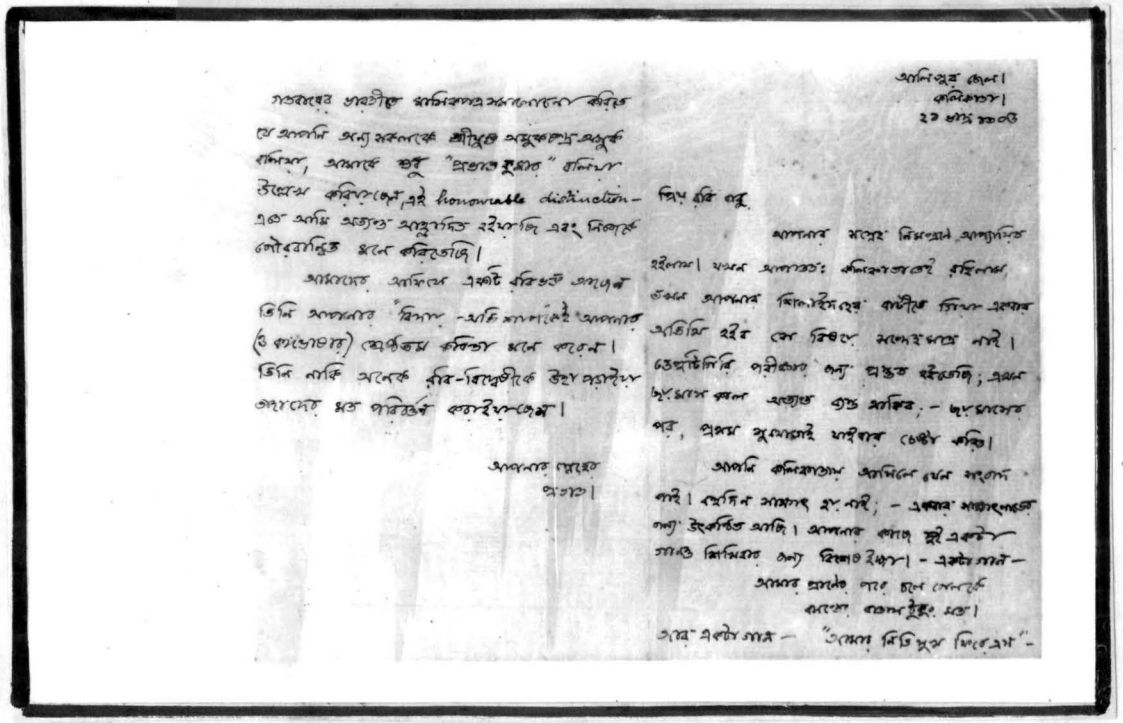

প্রভাতকুমারের হস্তাক্ষরের নমুনা
রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের পত্র
[প্রতিচ্ছবি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

— প্রভাত জীবনপঞ্জী —

জন্ম — বর্দ্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে, ২২শে মাঘ, ১২৭৯। (ইং ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩)। পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, মাতা কাদম্বিনী দেবী।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ — জামালপুর এইচ.ই.স্কুল থেকে, দ্বিতীয় বিভাগে ইং ১৮৮৮ সালে।

প্রথম কবিতা রচনা — ২৬শে বৈশাখ, ১২৯৬ সালে।

এফ.এ.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ — পাটনা কলেজ থেকে, তৃতীয় বিভাগে ইং ১৮৯১ সালে।

বিবাহ — হালিসহর নিবাসী আনন্দা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ব্রজবালা দেবীর সঙ্গে, ২০ শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৯।

প্রথম প্রকাশিত কবিতা —'চির নব' ,'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ১২৯৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায়।

প্রথম পুত্র সন্তানের জন্ম — মাঘ, ১৩০১ সালে, এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পত্রযোগে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা।

বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ — পাটনা কলেজ থেকে ইং ১৮৯৫ সালে।

প্রথম গল্প রচনা —' বেনামী চিঠি', গল্প, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সাল।

প্রথম চাকুরী লাভ — জামালপুর এইচ.ই.স্কুলে, সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদগ্রহণ — আষাঢ়, ১৩০২ সালে। ঐ বৎসর মাঘ মাসের শেষদিকে শিক্ষকতা ত্যাগ, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে গল্প রচনায় আগ্রহ।

প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ — রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের সমালোচনা, 'দাসী' পত্রিকায় ১৩০২ সালে।

ইন্ডিয়ান সেক্রেটারিয়েটে ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৩০৩ সালে। এই বৎসর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলিকাতায় সাক্ষাৎ, পরিচয় স্থাপন।

অস্থায়ী ভাবে কেরাণীর চাকুরী গ্রহণ করে সিমলায় গমন — ১৩০৪ সালে। এখানে মহারাজ জগদিন্দ্র নাথ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়।

স্ত্রী বিয়োগ — ১৩০৪ সালে ১৫ই শ্রাবণ।

স্থায়ী চাকুরী লাভ — কলিকাতায় ডাক - তার বিভাগে, নিযুক্ত হন ইং ১৮৯৯ সালে। চাকুরীসূত্রে কলিকাতায় বসবাস এবং 'ভারতী'র তদানীন্তন সম্পাদিকা সরলা দেবীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা স্থাপন। পত্রিকার সম্পাদনা ব্যাপারে সরলাদেবীকে সহায়তা।

ডেপুটিগিরি পরীক্ষার প্রস্তুতি — ১৩০৫ সাল। এই সময়ে সরলাদেবীর সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনের কথাবার্তা।

পিতৃবিয়োগ — ইং ১৯০০ সাল।

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ — নবকথা (গল্পগ্রন্থ), কার্ত্তিক, ১৩০৬।

ব্যারিষ্টারী পড়ার উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা — ৫ ই জানুয়ারী ১৯০১।

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন — ইং ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে। বিলাত অবস্থানকালে স্যার জন অসওয়াল, মিস্ হার্ডি, রমেশ চন্দ্র দত্ত, লোকেন পালিত ইত্যাদি বিখ্যাত ব্যক্তিগণের সঙ্গলাভ।

আইন ব্যবসার সূচনা — ইং ১৯০৪ সালে আইন ব্যবসার জন্য দার্জিলিং এ স্বল্পকালের অবস্থান। ব্যবসায় সুবিধা না হওয়ায় দার্জিলিং ত্যাগ।

আইন ব্যবসার উদ্দেশ্যে রংপুর যাত্রা — ইং ১৯০৪ সালে। ব্যবহারজীবি হিসাবে রংপুরে আগমন। ডাকবাংলোতে অবস্থিতি। ন্যূনাধিক চারবৎসরকাল এখানে অবস্থিতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রংপুর শাখার সহ - সভাপতি ও সভাপতির পদ অলংকরণ। কবি দেবেন সেনের সঙ্গে এখানেই পরিচয়।

প্রথম উপন্যাস রচনা — ''রমাসুন্দরী' এই সময়ে (এপ্রিল, ১৯০৮) পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ লাভ করে। ইতঃপূর্বে উপন্যাসটি' ভারতী' পত্রিকায় বৈশাখ, ১৩০৯ থেকে আশ্বিন, ১৩১০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

আইন ব্যবসার সুবিধার্থে গয়ায় কর্মস্থল পরিবর্তন — ১৯০৮ সালের মে মাসে রংপুর ত্যাগ করে গয়ায় গমন। আটবৎসরকাল গয়াতে অবস্থিতি। স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য এখানে জমি ক্রয়। বসন্তকুমার

চট্টোপাধ্যায় , করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় , চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবি এবং ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে হৃদ্যতা ।

'মানসী' সম্পাদক মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি। ১৩২০ সালে নাটোরাধিপতি' মানসী' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলে প্রভাতকুমারের সঙ্গে উক্ত পত্রিকার সম্পর্ক গভীরতর হয় ।সুনামে ও ছদ্মনামে পত্রিকাটিতে রচনা দিয়েছেন । একমাত্র প্রহসন রচনা 'সুফ্লালোম পরিণয়' এখানেই প্রকাশিত হয় ।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ – ১৩২২ সালের ফাল্গুন xxx মাস থেকে মহারাজার অনুরোধে এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং পরে সম্পাদকের কর্ত্তব্য পালন । পত্রিকা সম্পাদনার সুবিধার্থে গয়া ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে কলিকাতায় আগমন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল'কলেজে অধ্যাপনা – ১৯১৬ সালের ১ লা আগষ্ট ল' কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন । জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ লাভ করেন ১৩৩৩ সালে ।

শেষ রচনা –' বিদায় বাণী' উপন্যাসের অংশবিশেষ। উপন্যাসটি 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশকালে প্রভাতকুমারের জীবনাবসান (চৈত্র, ১৩৩৮) ঘটে ।

মৃত্যু – ২২ শে চৈত্র, সোমবার , ১৩৩৮ (ইং ৫ এপ্রিল , ১৯৩২) উচ্চরক্তচাপহেতু রাত্রে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং রাত্রি পৌনে দুটায় ইহলোক ত্যাগ করেন । মৃত্যুকালে শয্যাপার্শ্বে দুই পুত্র এবং অশীতিপর বৃদ্ধা মাতা উপস্থিত ছিলেন । নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁর xxxx শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয় ।

— x —

— প্রভাত রচনাপঞ্জী —

কবিতা (কালানুক্রমিক) :-		প্রকাশ কাল	প্রকাশক্ষেত্র ।
১. চির নব		কার্তিক , ১২৯৭	ভারতী ও বালক
২. কবিতা হরিণী	*	বৈশাখ, ১৩০২	ভারতী
৩. প্রেম পঞ্জিকা	*	ঐ	সাধনা
৪. ছবি	*	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২	ঐ
৫. এসেছিল গিয়াছে চলিয়া	*	আষাঢ়, ১৩০২	ঐ
৬. অতিথি		মে, ১৮৯৬	দাসী
৭. শেষদান		জুন, ১৮৯৬	ঐ
৮. মহাযাত্রা		সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬	ঐ
৯. কামনা		অক্টোবর, ১৮৯৬	ঐ
১০. আলোক	*	বৈশাখ, ১৩০৩	ভারতী
১১ অবসান		ভাদ্র, ১৩০৩	ঐ
১২ করযোড়ে করি প্রার্থনা তোরে	*	ফাল্গুন, ১৩০৩	ঐ
১৩. প্রেম ও আশা	*	ঐ	ঐ
১৪. নাম - লেখা	*	ঐ	ঐ
১৫. অতৃপ্তি	*	চৈত্র, ১৩০৩	ঐ
১৬. ব্যক্তি	*	বৈশাখ, ১৩০৪	ঐ
১৭. মঙ্গল গ্রহ	*	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪	ঐ
১৮. কাব্যবিজ্ঞান	*	শ্রাবণ , ১৩০৪	ঐ
১৯. সে আমার	*	ভাদ্র, ১৩০৪	ঐ
২০. মায়াবাদ		পৌষ, ১৩০৪	প্রদীপ
২১. হোলি কাহিনী		চৈত্র, ১৩০৪	ঐ
২২. আকাশ কেন নীল ?		বৈশাখ, ১৩০৫	ঐ
২৩. প্রেমের সৌরভ		জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫	ঐ
২৪. অনন্ত শয্যা		আষাঢ়, ১৩০৫	ঐ
২৫. সেকালের প্রতি	*	ঐ	ঐ
২৬. একটি প্রার্থনা		ভাদ্র, ১৩০৫	ঐ
২৭. অকাল মৃত্যু		অগ্রহায়ণ, ১৩০৫	ঐ
২৮. উদ্বোধন		পৌষ , ১৩০৫	ঐ
২৯. তার নাম		মাঘ, ১৩০৫	ঐ
৩০. চন্দ্রের আক্ষেপ	*	ঐ	ভারতী

			প্রকাশকাল	প্রকাশ ক্ষেত্র
৩১.	ছবি জন্ম	*	মাঘ, ১৩০৫	ভারতী
৩২.	পরলোক তত্ত্ব		বৈশাখ, ১৩০৬	প্রদীপ
৩৩.	একটি জ্যোতিষ্কিক প্রশ্ন	*	ঐ	ভারতী
৩৪.	বর্ণমালা	*	আষাঢ়, ১৩০৬	ঐ
৩৫.	একটি কুকুরের প্রতি		আষাঢ়, ১৩০৬	প্রদীপ
৩৬.	নাম লেখা		শ্রাবণ, ১৩০৬	প্রদীপ
৩৭.	জন্মান্তরে	*	ঐ	ভারতী
৩৮.	অভিশাপ		আশ্বিন, ১৩০৬	ঐ
৩৯.	আদর	*	মাঘ, ১৩০৬	ঐ
৪০.	দেবদূত ও বিক্রমাদিত্য		চৈত্র, ১৩০৬	প্রদীপ
৪১.	মাঙ্গলিক	*	বৈশাখ, ১৩০৭	ভারতী
৪২.	মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রতি	*	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭	ঐ
৪৩.	কেন অভিমান	*	ঐ	ঐ
৪৪.	কবির অভিব্যক্তিবাদ	*	শ্রাবণ, ১৩০৭	ঐ
৪৫.	কবির চান্দ্রবিজ্ঞান	*	ভাদ্র, ১৩০৭	ঐ
৪৬.	কবি গীতি		বৈশাখ, ১৩০৮	মানসী
৪৭.	অন্বেষণ		জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯	ঐ
৪৮.	গাজিপুরে গোলাপ ক্ষেত্র		বৈশাখ, ১৩২৩	ভারতী

* চিহ্নিত রচনাগুলি অদ্যাবধি পুস্তিকাকারে অথবা গ্রন্থাবলীতে অপ্রকাশিত।

গল্পগ্রন্থ (কালানুক্রমিক) এবং তৎসন্নিবিষ্ট গল্পসমূহ	প্রকাশকাল	প্রকাশ ক্ষেত্র।
(১) নবকথা (কার্ত্তিক, ১৩০৬)		
(ক) অঙ্গহীনা	চৈত্র, ১৩০৫	প্রদীপ
(খ) হিমানী	বৈশাখ, ১৩০৬	ঐ
(গ) ভূত না চোর ?	চৈত্র, ১৩০৩	ভারতী
(ঘ) বেনামী চিঠি	ভাদ্র, ১৩০৫	প্রদীপ
(ঙ) কুড়ানো মেয়ে	আষাঢ়, ১৩০৬	ভারতী
(চ) একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত	সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬	দাসী
(ছ) পত্নীহারা	শ্রাবণ, ১৩০৬	ভারতী
(জ) ভুল ভাঙ্গা	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬	ঐ
(ঝ) দেবী	ভাদ্র, ১৩০৬	ঐ
(ঞ) ভিখারী সাহেব	আশ্বিন, ১৩০৬	ঐ
(ট) বিষবৃক্ষের ফল	কার্ত্তিক, ১৩০৬	ঐ
(ঠ) বঙ্কিম বাবুর কাজির বিচার	ঐ	ঐ
(ড) কাজির বিচার	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৪	ঐ
(ঢ) কাটা মুণ্ড	১৮ই- আগষ্ট ১৯১০	স্বতন্ত্র পুস্তিকাকা
(ণ) শ্রীবিলাসের সুবুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধি	বৈশাখ, ১৩০৫	প্রদীপ
(ত) শাহাজাদা ও ফকীর কন্যার প্রণয় কাহিনী	অগ্রহায়ণ, ১৩০২	ভারতী
(থ) দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর	ঐ	ঐ
(২) ষোড়শী (আশ্বিন, ১৩১৩)।		
(ক) বউচুরি	বৈশাখ, ১৩০৭	ভারতী
(খ) সারদার কীর্ত্তি	মাঘ, ১৩০৬	ঐ
(গ) প্রিয়তম	অগ্রহায়ণ, ১৩০৬	ঐ
(ঘ) বন্য-শিশু	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭	ঐ
(ঙ) কাশীবাসিনী	বৈশাখ, ১৩০৮	ঐ
(চ) কলির মেয়ে	আশ্বিন, ১৩০৮	ঐ
(ছ) সৎ ধর্ম্মের কল	আষাঢ়, ১৩০৮	ঐ
(জ) প্রণয় পরিণাম	ভাদ্র, ১৩০৮	ঐ
(ঝ) ছদ্মনাম	মাঘ, ১৩০৮	ঐ
(ঞ) বাস্তুসাপ	বৈশাখ, ১৩০৯	ঐ

		প্রকাশকাল	প্রকাশ ক্ষেত্র।
(ট)	সচ্চরিত্র	ফাল্গুন, ১৩০৮	ভারতী
(ঠ)	ভুল শিক্ষার বিপদ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯	ঐ
(ড)	অযোধ্যার উপহার	বৈশাখ, ১৩১০	ঐ
(ঢ)	বলবান জামাতা	বৈশাখ, ১৩১৩	প্রবাসী
(ণ)	খুড়া মহাশয়	আশ্বিন, ১৩১১	বঙ্গদর্শন
(ত)	গুরুজনের কথা	ফাল্গুন, ১৩১১	প্রবাসী

(৩) দেশী ও বিলাতী (আশ্বিন, ১৩১৬)

(ক)	আমার উপন্যাস	আশ্বিন, ১৩১৩	প্রবাসী
(খ)	বিবাহের বিজ্ঞাপন	বৈশাখ, ১৩১২	ঐ
(গ)	আধুনিক সন্ন্যাসী	মাঘ, ১৩১১	ঐ
(ঘ)	এক দাগ ঔষধ(পতন নামে)	পৌষ, ১৩০৮	ভারতী
(ঙ)	স্বর্ণ সিংহ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২	প্রবাসী
(চ)	প্রতিজ্ঞা পূরণ	ভাদ্র, ১৩১১	ভারতী
(ছ)	উকিলের বুদ্ধি	কার্ত্তিক, ১৩১৪	প্রবাসী
(জ)	হাতে হাতে ফল	শ্রাবণ, ১৩১৫	ঐ
(ঝ)	খালাস	ভাদ্র, ১৩১৪	ঐ
(ঞ)	প্রত্যাবর্ত্তন	বৈশাখ, ১৩১৬	ঐ
(ট)	মুক্তি	আষাঢ়, ১৩১২	ঐ
(ঠ)	ফুলের মূল্য	ভাদ্র, ১৩১২	ঐ
(ড)	পুনর্মূষিক	কার্ত্তিক, ১৩১২	ঐ
(ঢ)	প্রবাসিনী	আষাঢ়, ১৩১৬	ঐ

(৪) গল্পাঞ্জলি(আশ্বিন, ১৩২০)

(ক)	বাল্যবন্ধু	অগ্রহায়ণ-মাঘ, ১৩১৯	মানসী
(খ)	বিলাতফেরতের বিপদ	আশ্বিন, ১৩১৮	বঙ্গদর্শন
(গ)	মাদুলী	ঐ	মানসী
(ঘ)	রসময়ীর রসিকতা	পৌষ, ১৩১৬	ঐ
(ঙ)	মাতৃস্থান	চৈত্র, ১৩১৭	ঐ
(চ)	আদরিণী	ভাদ্র, ১৩২০	সাহিত্য

	প্রকাশকাল	প্রকাশক্ষেত্র।
(৫) গল্পবীথি (আষাঢ়, ১৩২৩)		
(ক) খোকার কান্ড	আশ্বিন, ১৩২১	মানসী
(খ) বায়ু পরিবর্তন	বৈশাখ, ১৩২১	সাহিত্য
(গ) সম্পাদকের আত্মকাহিনী	কার্ত্তিক, ১৩২০	ঐ
(ঘ) যজ্ঞভঙ্গ	আশ্বিন, ১৩২১	ভারতবর্ষ
(ঙ) লেডি ডাক্তার	আশ্বিন, ১৩২০	মানসী
(চ) নীলু দা	কার্ত্তিক, ১৩২০	ভারতবর্ষ
(ছ) যুগল সাহিত্যিক	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২০	ঐ
(জ) কুমুদের বন্ধু	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২	ঐ
(৬) ~~পত্রপুষ্প~~ পত্রপুষ্প (১৩২৪)		
(ক) নিষিদ্ধ ফল	ফাল্গুন, ১৩২২	মানসী ও মর্ম্মবাণী
(খ) সখের ডিটেক্‌টিভ	শ্রাবণ, ১৩২৩	ঐ
(গ) কুকুর ছানা	আশ্বিন, ১৩২৩	ঐ
(ঘ) অদ্বৈতবাদ	ফাল্গুন, ১৩২৩	ঐ
(ঙ) সম্পাদকের কন্যাদায়	ফাল্গুন, ১৩২৩	ঐ
(চ) সতীদাহ	বৈশাখ, ১৩২৩	ঐ
(৭) গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প (শ্রাবণ, ১৩২৮)		
(ক) গহনার বাক্স	ফাল্গুন, ১৩২৪	ঐ
(খ) আত্মতত্ত্ব	কার্ত্তিক, ১৩২৪	ঐ
(গ) ডাগর মেয়ে	আষাঢ়, ১৩২৫	ভারতবর্ষ
(ঘ) মাষ্টার মহাশয়	আশ্বিন, ১৩২৬	মানসী ও মর্ম্মবাণী
(ঙ) নয়নমণি	কার্ত্তিক, ১৩২৬	ঐ
(চ) বাজীকর	পৌষ, ১৩২৪	ঐ
(ছ) কালিদাসের বিবাহ	আশ্বিন, ১৩২৫	ঐ

	প্রকাশকাল	প্রকাশ ক্ষেত্র।
(৮) হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প (পৌষ, ১৩৩০)		
(ক) হতাশ প্রেমিক	পৌষ, ১৩২৮	মানসী ও মর্ম্মবাণী
(খ) অলকা	আশ্বিন, ১৩২৯	মানসী ও মর্ম্মবাণী
(গ) কুসুম কুমারীর গুপ্তকথা	অগ্রহায়ণ, ১৩২৯	ঐ
(ঘ) হীরালাল	শ্রাবণ, ১৩৩০	ঐ
(ঙ) প্রেম ও প্রহার	কার্ত্তিক, ১৩৩০	ঐ
(চ) ঔপন্যাসিক	ঐ	বঙ্গবাণী
(ছ) বিনোদিনীর আত্মকথা	আশ্বিন, ১৩৩০	মাসিক বসুমতী
(জ) অদৃষ্ট পরীক্ষা	বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩২৯	ঐ
(ঝ) জ্যোতিষী মহাশয়	আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৩০	ঐ
(৯) বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প (অগ্রহায়ন, ১৩৩৩)		
(ক) বিলাসিনী	বড়দিন সংখ্যা, ১৩৩২	সচিত্র শিশির
(খ) চিরায়ুষতী	আশ্বিন, ১৩৩২	মানসী ও মর্ম্মবাণী
(গ) প্রজাপতির পরিহাস	ঐ	বার্ষিক বসুমতি
(ঘ) সতী	বৈশাখ, ১৩৩২	মানসী ও মর্ম্মবাণী
(ঙ) পুলিন বাবুর পুত্রলাভ	আশ্বিন, ১৩৩১	ঐ
(চ) রেলে কলিসন	পূজাবার্ষিকী, ভাদ্র, ১৩৩২	শরতের ফুল
(ছ) গুনীর আদর	২৫ ফাল্গুন ও ২ চৈত্র ১৩৩০	সচিত্র শিশির
(জ) রাণী অম্বালিকা	ফাল্গুন, ১৩৩৯	মানসী ও মর্ম্মবাণী
(ঝ) ভোজরাজের গল্প	আশ্বিন, ১৩৩১	সচিত্র শিশির
(১০) যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প (১৩৩৫)		
(ক) যুবকের প্রেম	কার্ত্তিক, ১৩৩১	মাসিক বসুমতী
(খ) হারাধন	চৈত্র ১৩৩০-বৈশাখ ১৩৩১	ঐ
(গ) উপন্যাস কলেজ	অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩	ভারতবর্ষ
(ঘ) পোষ্টমাষ্টার	চৈত্র, ১৩৩০	মানসী ও মর্ম্মবাণী
(ঙ) দাম্পত্য প্রণয়	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র, ১৩৩২	মাসিক বসুমতী
(চ) সুশীলা না পিপুলা	আশ্বিন, ১৩৩৩	বার্ষিক বসুমতী
(ছ) বিলাতী রোহিনী	১৩৩২	নিরুপমাবর্ষস্মৃতি

	প্রকাশকাল	প্রকাশ ক্ষেত্র
) নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প (১৩৩৫)		
(ক) নূতন বউ	আশ্বিন, ১৩৩৪	বার্ষিক বসুমতী
(খ) ভুল	১৩৩৩	নিরুপমা বর্ষস্মৃতি
(গ) যোগবল না সাইকিক ফোর্স	পৌষ, ১৩৩৩	মানসী ও মর্ম্মবাণী
(ঘ) ডোরা	বৈশাখ, ১৩৩৫	মাসিক বসুমতী
(ঙ) ঢাকার বাঙ্গাল	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩	মানসী ও মর্ম্মবাণী
(চ) বেকসুর খালাস	আশ্বিন, ১৩৩৫	মাসিক বসুমতী
(ছ) বাপ্‌কী বেটী	১৩৩৫	কুণ্ডলীন পুরস্কার
(জ) কানাইয়ের কীর্ত্তি	কার্ত্তিক, ১৩৩৫	মানসী ও মর্ম্মবাণী
(ঝ) পরের চিঠি	ফাল্গুন, ১৩৩৫	ঐ
(১২) জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প (১৩৩৮)		
(ক) জামাতা বাবাজী	কার্ত্তিক, ১৩৩৭	মাসিক বসুমতী
(খ) দিব্য দৃষ্টি	আশ্বিন, ১৩৩৬	ঐ
(গ) প্রেমের ইন্দ্রজাল	কার্ত্তিক, ১৩৩৬	পথঃপুষ্প
(ঘ) হারানো মেয়ে	×	গ্রন্থে সংকলিত।
(ঙ) সুশোভনা	পৌষ, ১৩৩৬	মাসিক বসুমতী
(চ) ঘড়ি	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭	ঐ
(ছ) একালের ছেলে	আশ্বিন, ১৩৩৭	নিরুপমা বর্ষস্মৃতি
(জ) সুধার বিবাহ	বৈশাখ, ১৩৩৪	মাসিক বসুমতী
(ঝ) বি, এ, পাশ কয়েদী	আশ্বিন, ১৩৩৮	ঐ
(ঞ) মাতঙ্গিনীর কাহিনী		
(ট) বেশ্যা খুন		

গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন গল্প

(ক) পূজার চিঠি	১৩০৪	কণ্ডলীন পুরস্কার
(খ) গুল বেগমের আশ্চর্য্য গল্প	১৩১৬	মুসলমানী কেচ্ছা নং ৩
(গ) কাজির বিচার	মাঘ, ১৩০৪	রায়ধনু
(ঘ) বীরবলের গল্প	কার্ত্তিক, ১৩০৫	রায়ধনু
(ঙ) কাজির বুদ্ধি	১৩০৫	রংমশাল
(চ) আমলার নমুনা	পৌষ, ১৩০৬	ভারতী

	প্রকাশকাল	প্রকাশ ক্ষেত্র
মা	চৈত্র, ১৩৩৮	মাসিক বসুমতী

উপন্যাস ।

	গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশকাল।	সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের কাল।
(ক) রমাসুন্দরী	ভাদ্র, ১৩১৪ (এপ্রিল, ১৯০৮)	ভারতী, বৈশাখ, ১৩০৯ থেকে আশ্বিন, ১৩১০
(খ) নবীন সন্ন্যাসী	ভাদ্র, ১৩১৯ (সেপ্টেম্বর, ১৯১২)	প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১২ থেকে চৈত্র, ১৩১৮
(গ) রত্নদীপ	আষাঢ়, ১৩২২ (আগস্ট, ১৯১৫)	মানসী, ফাল্গুন, ১৩১৯ থেকে মাঘ, ১৩২১
(ঘ) জীবনের মূল্য	ফাল্গুন, ১৩২৩ (ফেব্রুয়ারী) ১৯১৭	মানসী, শ্রাবণ ১৩২২ থেকে মাঘ ১৩২৩
(ঙ) সিন্দুর কৌটা	বৈশাখ, ১৩২৬ (মে, ১৯১৯)	মানসী ও মর্ম্মবাণী ফাল্গুন, ১৩২৩ থেকে চৈত্র ১৩২৫।
(চ) বারোয়ারি উপন্যাস	বৈশাখ, ১৩২৮ (১৯২১)	সরাসরি পুস্তকাকারে প্রকাশিত।
(ছ) মনের মানুষ	১৩২৯ (আগস্ট, ১৯২২)	মানসী ও মর্ম্মবাণী ফাল্গুন, ১৩২৭ থেকে শ্রাবণ, ১৩২৯
(জ) আরতি	১৩৩১ (অক্টোবর, ১৯২৪)	সরাসরি পুস্তকাকারে প্রকাশিত।
(ঝ) সত্যবালা	১৩৩১ (এপ্রিল, ১৯২৫)	মানসী ও মর্ম্মবাণী ফাল্গুন, ১৩২৯ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৩১ ।
(ঞ) সুখের মিলন	আশ্বিন, ১৩৩৪ (সেপ্টেম্বর, ১৯২৭)	সরাসরি পুস্তকাকারে প্রকাশিত।
(ট) সতীর পতি	১৩৩৫ (অক্টোবর, ১৯২৮)	মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩৩ থেকে ভাদ্র ১৩৩৫।
(ঠ) প্রতিমা	১৩৩৫ (নভেম্বর, ১৯২৮)	সরাসরি পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

	গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত	সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের কাল।
(ঙ) গরীব স্বামী	এপ্রিল, ১৯৩০	মানসী ও মর্ম্মবাণী ফাল্গুন ১৩৩৩ থেকে মাঘ ১৩৩৬।
(চ) নবদুর্গা	জুলাই, ১৯৩০	মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৩৫ থেকে চৈত্র ১৩৩৬
(ণ) বিদায় বাণী	পৌষ, ১৩৪০ (ডিসেম্বর, ১৯৩৩)	মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৩৭ থেকে চৈত্র ১৩৩৮

প্রহসন।

	প্রথম প্রকাশকাল	প্রকাশ ক্ষেত্র।
(ক) সূক্ষ্মলোম পরিনয়	১৩ই শ্রাবণ থেকে ১৩ই আশ্বিন, ১৩২২	মর্ম্মবাণী

বিবিধ গদ্য রচনা

(১) চিত্রা	মে, ১৮৯৬	দাসী
(২) ৺ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	আগষ্ট, ১৮৯৬	ঐ
(৩) নীলকুল বাসুদেব ব্রতকথা	পৌষ, ১৩০২	ভারতী
(৪) সিমলা-শৈল	ফাল্গুন, ১৩০৪	প্রদীপ
(৫) ছেলে মানুষ করা	আশ্বিন, ১৩০৩	ভারতী
(৬) বিলাতে মহারাণীর অন্ত্যেষ্টি সমারোহ	বৈশাখ, ১৩০৮	ঐ
(৭) ডাইনি চরিত	শ্রাবণ, ১৩০৮	ঐ
(৮) অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ড	অগ্রহায়ণ, ১৩১০	ঐ
(৯) বিলাতী থিয়েটার	পৌষ, ১৩১৩	ঐ
(১০) বাবুর আক্ষেপ	অগ্রহায়ণ, ১৩১৩	ঐ
(১১) সমালোচন খেয়াল	আষাঢ়, ১৩১৩	ঐ
(১২) য়ুরোপে পদার্পণ	পৌষ, ১৩১৫	প্রবাসী
(১৩) ব্রাইটন	পৌষ, ১৩১৫	ঐ
(১৪) রমেশ চন্দ্র স্মৃতি	পৌষ, ১৩১৬	ঐ
(১৫) ষ্ট্যাট্‌ফোর্ড - অন- এভনে একবেলা।	কার্ত্তিক, ১৩১০	ভারতী
(১৬) রাজ কাহিনী	চৈত্র, ১৩১৭	প্রবাসী

	প্রথম প্রকাশ কাল	প্রকাশ ক্ষেত্র।
(১৭) ঘরের কথা'র ভূমিকা	ভাদ্র, ১৩১৭	ভূমিকা, ঘরের কথা
(১৮) চন্দ্রের কলঙ্ক	ভাদ্র, ১৩২২	মর্ম্মবাণী
(১৯) ইংরাজ রমণী	১৩২১	সৌন্দর্য্য গ্রন্থে (বসুমতী প্রকাশিত)
(২০) যোগেন্দ্রচন্দ্র	১৩৩৩	পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
(২১) হেমেন্দ্র সম্পর্কে প্রভাতকুমারের স্মৃতিকথা	১৩৩০	মন্মথনাথ ঘোষ বিরচিত 'হেমচন্দ্র' তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে সংযোজিত।
(২২) যাজ্ঞসেনী	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫	নাচঘর।
(২৩) চিত্তবিকাশ *	ফাল্গুন, ১৩০৫	প্রদীপ
(২৪) গাজিপুরে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় *	ফাল্গুন, ১৩০৭	ঐ
(২৫) সর্ব্ব বিষয়ে স্বদেশী *	কার্ত্তিক, ১৩১৩	প্রবাসী

চ

* চিহ্নিত রচনাগুলি অদ্যাবধি পুস্তিকাকারে অথবা গ্রন্থাবলীতে অপ্রকাশিত।

(২৬) ভূতনামানো *	চৈত্র, ১৩১৪	প্রবাসী
(২৭) কুমীর পোষা *	কার্ত্তিক, ১৩১৭	ঐ
(২৮) বঙ্কিমচন্দ্র জীবনপঞ্জী *	চৈত্র, ১৩২১	মানসী
(২৯) পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত কালিদাসের গল্প *	ভাদ্র, ১৩২৫	মানসী ও মর্ম্মবাণী
(৩০) কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব সূচক একটি কিম্বদন্তী *	পৌষ, ১৩২৮	ঐ
(৩১) সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর *	আষাঢ়, ১৩২২	সচিত্র শিশির
(৩২) চিত্তরঞ্জনের বাণী *	ঐ	মাসিক বসুমতী
(৩৩) অমৃতলালের স্মৃতিতর্পণ *	শ্রাবণ, ১৩৩৬	ঐ
(৩৪) রসসাগরের সমস্যা পূরণ *	ভাদ্র, ১৩২৮	মানসী ও মর্ম্মব
(৩৫) সম্পাদকের নিবেদন *	আষাঢ়, ১৩৩৩	ঐ

ইংরাজী রচনা । [১]	প্রকাশকাল	প্রকাশ ক্ষেত্র।
(১) The Riddle Solved	Dec. 1909	The Modern Review.
(২) Swift Retribution	Oct. 1909	Do
(৩) The Crown thew King	January 1910	Do
(৪) The Skeleton	March 1910.	Do
(৫) The Lady from Benaras	April 1910	Do
(৬) The Trust Property	May 1910.	Do
(৭) The Renunciation	August 1910	Do
(৮) The Wiles of a pleader	1912	Stories of Bengali life.
(৯) His Release	1912	,,

---

* চিহ্নিত রচনাগুলি অদ্যাবধি পুস্তিকাকারে অথবা গ্রন্থাবলীতে অপ্রকাশিত ।

১। লেখকের নিজের অথবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা গল্পের ইংরাজী অনুবাদ ।